

શિવાય લાશ્વંસ અથ શિવશયચલો

આચોક્કજ્ઞાતાત ગવેષણા કેન્દ્ર, વાશલાદેશ

ଜିହାଦ୍‌ ସାହସୀ ଏବଂ ଜିହାଦ୍‌ଗୁଳୀ

ଓରବ୍‌ସାରିଟ୍‌ଃ [HTTP://JIHADINUR.GA/GAZWATULHIND](http://JIHADINUR.GA/GAZWATULHIND)

ଆଧିକାରୀଜ୍ଞାନ ଶତ୍ରୁତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର, ଚାନ୍ଦିନୀନଗର ।

ইলশাম সত্য এবং মহীহ দলিল দ্বারা প্রমাণিত

আল্লাহ তায়ালা প্রবিশ কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বলাছেন, তিনিই একমাত্র গায়েব জানেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এই কথা বলা নেই যে, তিনি গায়েবের বিষয়গুলো অন্য কাউকে জানাবেন না। তিনিই একমাত্র গায়েব জানেন এটি যেমন সত্য, তেমনি আল্লাহ তায়ালা গায়েবের অনেক বিষয় মাখলুকাতেও জানান, সেটিও সত্য। অর্থাৎ গায়েবের বিষয়ে মাখলুকের কোন স্বাধীন জ্ঞান নেই। গায়েবের বিষয় সম্পর্কে জানার নিজস্ব কোন ক্ষমতা মাখলুকের নেই। কেউ যদি দাবী করে যে, সে চাইলেই গায়েবের যে কোন বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে পারে তাহলে তা হবে সুস্পষ্টে মিথ্য। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালাই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি কাকে, কখন, কোথায় কোন গায়েব সম্পর্কে জানাবেন একমাত্র তিনিই ভালো জানেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলদেরকে ওহী প্রাধান্যের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করতেন আর তাঁর অন্যান্য প্রিয় বান্দাদের স্বপ্ন এবং ইলশামের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন। ইলশামের পারিভাষিক অর্থ হল, চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই কোন কথা অন্তরে উদ্ভূত হওয়া। ইলশামও স্বপ্নের ন্যায় কথানো আল্লাহর প্রক্ষ থেকে হয়, আবার কথানো শয়তানের প্রক্ষ থেকে হয়। যে ইলশাম শরীয়াতের শকুম আহকাম সম্পর্কিত নয় বা যে ইলশাম শরীয়াতের কোন শকুম আহকাম সম্পর্কিত কিন্তু এর প্রক্ষ শরীয়াতের দলীলও বিদ্যমান থাকে, শুধু এ ধরনের ইলশামকেই মহীহ ইলশাম বলা হবে এবং ধরা হবে এটি আল্লাহ তায়ালাই প্রক্ষ থেকে হয়েছে। এটি আল্লাহ তায়ালাই নিয়ামত বলে পরিগণিত

হব। আর যদি ইলহামে উপরোক্ত শর্তগুলো না পূরণা যায় তাহল ধরে নেওয়া হবে যে, তা শয়তানের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের ইলহাম থেকে বিরত থাকা এবং তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যিক। [ফাতহুল বারী, ১২/৪০৫ ।। কিতাবুত তাবীর, বাব(অধ্যায়) ১০]

ইলশাম এর দলীল

১) আল্লাহ তায়ালা প্রবিত্র কুরআনে হযরত মারইয়াম আঃ এর ঘটনা উল্লেখ করেছেনঃ সে বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রভুর প্রেরিত দূত। আমি তোমাকে প্রবিত্র একটি ছেল দেওয়ার জন্য এসছি।

[সূরা মারইয়াম, আয়াত নং ১৯]

সর্বজন বিদিত একটি বিষয় হলো, হযরত মারইয়াম আল্লাহর নবী বা রাসূল ছিলেন না। তিনি একজন সত্যবাদী বিদূষী নারী ছিলেন। সুতরাং তিনি যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, সেটি জিবরাইল আঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন।

২) হযরত মূসা আঃ এর মায়ের ঘটনা প্রসঙ্গে প্রবিত্র কুরআনে ইরশাদ রয়েছেঃ আমি মূসার মায়ের কাছে ওহী প্রাপ্তিলাভ করে, তুমি তাকে দুধ পান করাত থাকো। যখন তুমি তার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তাকে সাগরে নিক্ষেপ করবে আর তুমি কোন চিন্তা ও ভয় করবে না। নিশ্চয়ই আমিই তাকে তোমার নিকটে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে আমার রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করবো। [সূরা কাসাস, আয়াত ৭]

হযরত মূসা আঃ এর মা নবী ছিলেন না। তার নিকটে আল্লাহ তায়ালা যে সংবাদ প্রাতিয়েছেন এটিও একটি গায়েবের সংবাদ। অর্থাৎ আমি তাকে তোমার নিকটে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রাসূলদের

অন্তর্ভুক্ত করাবা, এটি গোয়েবর বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আঃ এর মাকে এটি পূর্বই জানিয়ে দিয়েছেন।

৩) আল্লাহ তায়ালা সূরা কাশাফ হযরত খিজির আঃ এর সম্পর্ক বলাছেনঃ অতঃপর তারা উভয়ে আমার একজন নেককার বান্দার দেখা পেল, যাকে আমি আমার রহমত দান করেছি এবং আমার প্রফু থেকে বিশেষ ইলম দান করেছি। [সূরা কাশাফ, আয়াত ৬৬]

হযরত মুসা আঃ ও হযরত খিজির আঃ এর ঘটনা সবারই জানা রয়েছে। হযরত খিজির আঃ অনেকগুলো ঘটনা ঘটান, যেগুলো সব ছিলো গোয়েবর সাথে সম্পর্কিত। এই গোয়েবগুলো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সূরা কাশাফের ৬৬ নং আয়াতে বলাছেন, আমি আমার প্রফু থেকে তাকে বিশেষ ইলম দান করেছি। এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গোয়েবর ইলম উদ্দেশ্য।

এ আয়াতের তাফসীরে সকলেই উল্লেখ করেছেন এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গোয়েবর ইলম উদ্দেশ্য। কাযী শাওকানী ফাতহুল কাদীরে বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন কিছু গোয়েবর সংবাদ দিয়েছেন যা একমাত্র তিনিই জানেন। [ফাতহুল কাদীর, পৃষ্ঠা ৩৯০, বিন্যাসঃ ড. সুলাইমান আল আশরক, প্রকাশনাঃ দারুস সালাম রিয়াদ]

ইমাম বাগাভী রহঃ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ আমি তাকে আমার প্রস্তু থেকে বিশেষ ইলম শিখিয়েছি অর্থাৎ ইলহামের মাধ্যমে কিছু বাতেনী ইলম শিখিয়েছি। আর খিজির আঃ অধিকাংশ আলামের মাত নবী ছিলেন না। [মায়ালিমুত তানজীল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৮৪]

৪) আল্লাহ তায়ালা প্রবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ তিনি তাদের অগ্র ও পশ্চাত সম্পর্কে অবগত। তাঁর ইলামের কোন অংশ কেউ অবগত হতে পারে না, তবে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন অবগত করান। [সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৬৬]

ইমাম বাইহাকী রহিমাতুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ তার ইলামের কোন অংশ কেউ জানে না, তবে যাকে ইচ্ছা তিনি তা জানান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষ ইলম শিক্ষা দেন। [আল আসমা ওয়াস সিকাফ, ইমাম বাইহাকী রহিমাতুল্লাহ পৃষ্ঠা ১৪৩]

ইমাম ইবনে কাসীর রহিমাতুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহর ইলামের ব্যাপারে কেউ অবগত হতে পারে না, তবে আল্লাহ তায়ালা কাউকে যদি অবহিত করেন তাহলে সে অবগত হতে পারে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারাহ ১৬৬ নং আয়াতের তাফসীর]

৬) আল্লাহ তায়ালা প্রবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। অতএব তিনি তার গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না। তবে তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সোফ্রাত্তে তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন। [সূরা জিন, আয়াত ১৬-১৭]

এ আয়াতের তাফসীরে ইবান কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ এখানে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছু জানেন। কোন সৃষ্টি তাঁর কোন ইলম সম্পর্কে জানতে পারে না, তবে যাকে তিনি জানান কেবল সেই জানতে পারে। [তাফসীরে ইবান কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৮৪]

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আমাদের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অনেক আয়াতে গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞানকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে তাঁর নির্বাচিত বান্দাদেরকে কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়ে থাকেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর নিকটেই গায়েবের ইলম রয়েছে। গায়েবের ইলম পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা সম্পর্কে তিনিই পরিজ্ঞাত। তবে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন, যাকে ইচ্ছা তার থেকে গোপন রাখেন। [তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২]

ইবান হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে লিখেছেনঃ কুরআনের ঐশি নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত জৈসা আঃ তারা কী খায় ও সঞ্চয় করে সে সম্পর্কে বলেছেন এবং হযরত ইউসুফ আঃ তাদের খাদ্যের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। গায়েব সংক্রান্ত এ বিষয়গুলো অবহিত হওয়ার বিষয়টি প্রবৃত্ত কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, তিনিই গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনি কারও সম্মুখে গায়েব প্রকাশ করেন না, তবে তার নির্বাচিত রাসূল ব্যতীত। কেননা এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রাসূলগণ কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত। আর রাসূলের অনুসারী ওলীগণ তাদের কারণেই কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের মাধ্যমেই সম্মানিত হন। রাসূল ও ওলীর কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য হলে রাসূল ওহী পাঠানোর সবগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে

গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন, আর ওলী শুধু স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন।
[ফাতহুল বারী, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬১৪]

কারী শাওকানী তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা কোন কোন বান্দাকে কিছু কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। [ফাতহুল কাদীর, কারী শাওকানী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০]

তাফসীরে বায়যাবীতে এসেছেঃ ফেরেশতাদের মাধ্যমে গায়েব অবহিত হওয়ার বিষয়টি রাসূলগণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ওলীগণ কিছু কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন ইলহামের মাধ্যমে।
[তাফসীরে বায়যাবী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৬৪]

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর নিকটে। তিনি ছাড়া কেউ গায়েব জানে না। তবে ফেরেশতা, নবী রাসূল, ওলী ও অন্যান্যদেরকে যদি আল্লাহ তায়ালা গায়েব সম্পর্কে অবহিত করান তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যতটুকু জানান, তারা কেবল ততটুকুই জানতে পারেন।

১. হে আল্লহর হাবীব! তাদের কে বলুন, তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা তোমাদের রবের সত্য
দাওয়াত কেন পৌছাচ্ছনা অন্যদের কাছে?
২. বলুন, তিনি আল্লহ সকল ক্ষমতার মালিক, তিনিই পাঠিয়েছেন মাহমুদকে যখন মানুষ
অন্ধকারে ডুবে আছে, তখন তাদেরকে আলোর পথ দেখাতে।
৩. আর মাহমুদ কোন ধনী ঘরের সন্তান না। তিনি এক জীর্ণ শীর্ণ মানুষ।
৪. আর, সতর্ককারীরা এমনই হয়, কিছু জন ব্যতীত।
৫. যখন তারা তোমাদের কাছে জানতে চায় মাহমুদ সম্পর্কে, তখন তোমরা তাদের সত্য জানিয়ে
দেবে একটু কৌশলে।
৬. আর এটাই তোমাদের সময়, সত্য পৌছানোর। এটা করুণাময় আল্লহর পক্ষ থেকে সাহায্য।
৭. আর তোমরা সত্য প্রচারে বিলম্ব করো না, যদি করো তবে ফল হবে উল্টোটা।
৮. আর এটা আল্লহ ভীক লোকদের জন্যেই উপদেশ।
৯. আর, তারা তো অন্যকে মাহমুদ ভাবছে সত্য না জানার ফলে, তোমাদেরই উচিত তাদের সত্য
দেখানো।
১০. যদি তোমরা রবের সাহায্যকারী হও।

১. হে হাবিবুল্লাহ, আপনার রব আপনাকে একাকী ছেড়ে দেন নি, আর আপনার থেকে রব
অমানোয়গীও নন।
২. আপনার কিরান ধৈর্য হারা হয়ে মনে কষ্টে পড়ে কথাগুলো বলাছে, আপনার রব মানের কথা
জানেন।
৩. তাদের বাল দিন রবের সাহায্য যখন আসে তখন তা অকুরন্ত হয়।
৪. আর মুমিনদের তা ধৈর্য্যই জান্নাত ফল, আর আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী।
৫. হে হাবিবুল্লাহ, আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্য একাকিত্ব হবেন, আর আমি দোতা আঙ্গুর যা
আপনার সন্তানদের নিয়ে খাবেন। এটা বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন।
৬. আপনার রব অতি দয়ালু ও দাতা।

১. হে মাহমুদ! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং শান্তি বর্ষিত হোক আপনার অনুসারীদের প্রতিও, যারা আপনার মাধ্যমে রবের শ্রুতির অনুগত করে।
২. আর তাদেরকে জানিয়ে দিন মহিমাবিত রজনী আল্লহর অনুগ্রহ, যেন ঈমানদাররা তা থেকে উপকৃত হয়।
৩. আর তাদেরকে বাল দিন, তারা যেন মহিমাবিত রজনী রমাজানের শেষ দশকে সন্ধান করে।
৪. আর সেই রজনীর প্রকৃত জ্ঞান আল্লহর নিকটেই, তিনি যাকে ইচ্ছা তা থেকে দান করেন।
৫. কারো জান্যই উচ্চ নয় সঠিক রজনী গত হওয়া ব্যতীত নিদ্রিষ্ট রজনীর অপেক্ষায় ইবাদাত ছাড়া বসে থাকা।
৬. যারা রজনীর সঠিক তারিখ নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগায়, মূলতঃ তারা শয়তানের ধোকাতে প্রকৃত।
৭. আর তা থেকে মুমিনদের তাওবাহই করা উত্তম, যদি তারা আল্লহকে ভয় করে।
৮. তবুও যারা প্রশ্ন করে তাদেরকে বলুন, মহা কিয়ামত কী ভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিবস শুরু হবে?
৯. না, তা এক দিবসই সংঘটিত হবে?
১০. বলুন, তার সঠিক জ্ঞান আল্লহর নিকটে।
১১. আপনি তাদের বাল দিন, দিন ও মাসের গণনা তো তোমরা সূর্য ও চন্দ্র দেখে করো।
১২. আর যখন চন্দ্র সূর্যই ছিল না, তখন বিশ্ব জাহানের রব বিশ্ব জাহানের রাত ও দিনের গণনা করেছে।
১৩. আর তিনি মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছে। জমিন ও আসমান।

১৪. আর সেই গণনা দিয়েই আমি তোমাদের উপরে শ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছি।

১৫. আর আমি কুরআন সংরক্ষণ করেছি আমার আরাশ, আমার গণনার রমাজানের শেষ
দশকের বোজাড়া রজনীতে।

১৬. আর আমি তা থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে দিয়েছি তার প্রয়োজনার্থে অল্প অল্প করে, যেন তা
বিশ্ববাসীর নিকটে পৌছাতে সক্ষম হয়।

১. হে মুজাদ্দিদ নিশ্চয়ই সত্যিই আপনি আপনার রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং আলিঙ্গন করেছেন।
২. আপনার রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) আপনাকে শিক্ষা দিয়েছে ধৈর্য ও নফলর, আর গৃহে জীবের ছবি রাখা থেকে সতর্ক করেছেন। এটাই আপনার জন্য শিক্ষা।
৩. আপনি আপনার অনুসারীদের শিক্ষা দিন আনুগত্য, তাকওয়া, তাওহিদ সম্পর্কে।
৪. আর বলুন, তারা যেন মিথ্যা বর্জন করে, হকদারের হক আদায় করে আর দ্বীন কায়েমের শপথ এ দৃঢ় থাকে।
৫. আর পূর্বের সবগুলো ছিল অনর্থক ও পীরপূজারী।
৬. আপনার রব আপনাকে সাহায্য করবে, এটা আপনার রবের ওয়াদা। আর আল্লাহ ওয়াদা বর খিলাফ করেন না।



১. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে উর্ধ্ব আকাশে আমার বার্তাবাহক ফেরেস্টা রুহলাকে দেখিয়েছি।
২. যখন আপনি ভীতু কার্ণে কম্পিত অবস্থায় বার বার বলেছিলেন, হে আমার রব আমাকে উঠিয়ে নাও, আমি এই দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছি।
৩. অতঃপর আমি বললাম, আমিই তো সেই রব, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা।
৪. আর আপনার রবের সাহায্যেই আপনার জন্য যথেষ্ট।
৫. আপনি চিন্তিত হবেন না আর ভীতুও হবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার সাথে আছেন।

১. তোমাদের মাধ্যমে এমন কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে?
২. আর এর বিনিময়ে খরিদ করবে আল্লাহর নিয়ামতপূর্ণ জাহান্নাত, যাতে রয়েছে চোখ জোড়ানো আর মন মাতানো সুন্দর সুন্দর কিশোরী, প্রহল্লদের খাদ্য যা তোমাদের তৃপ্তি দিবে।
৩. এটা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি, যদি তোমরা আল্লাহ ভীরা হও।
৪. তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সিঁজদা করা, রব তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে।
৫. তোমরা এমন সময় জেমান এনেছো, যখন মূর্খতা আর অসভ্যতার যুগ।
৬. আর এমন সময়েই তো সতর্ককারীদের আগমন ঘটে, তবুও কেন জ্ঞানহীনরা বুঝছে না?
৭. তাদেরকে ছেড়ে দাও তাদের কুপ্রবৃত্তির দিকে, তারা শুধু সত্য খুঁজবে, সত্য পাবে না। কারণ তারা জানে না সত্য কখন আসে, ফলে তারা সত্যকে অস্বীকার করে।
৮. আর তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কী দ্বীনের কাজ থামিয়ে দিচ্ছে?
৯. যদি মাহমুদকে তোমাদের জনপদ থেকে সরিয়ে নেয়, অথবা মৃত্যু দেয়, কিংবা সে শাহাদাত বরণ করে?
১০. তবে কী তোমরা তোমাদের রবের দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে না?
১১. না কী বিলালের মত বলবে, আরব চাই না মুহাম্মাদকে (ﷺ) চাই।
১২. বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল প্ররম করুণাময়।
১৩. আর আমিই তো হামীমকে দান করেছি জ্ঞান যা সে জানত না।
১৪. আর আমিই তো তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি হৈকাল ও পরকালে সম্মানিত করার।
১৫. সুতরাং, তার বেশি বেশি তাওবাহ করাই উচিত, যেন অহংকার তাকে স্পর্শ করতে না পারে।
১৬. নিশ্চয় আল্লাহ অতি দয়ালু ও মহান।

১. দূর্ভাগ তাদের জন্য, যারা সত্য পেয়েও অস্বীকার করে।
২. আর তাদের জন্যও দূর্ভাগ, যারা আপনার সামনে সত্যকে মেনে নেয় আর আপনার আড়ালে অল্লীল বাক্যালাপে মোত উঠে।
৩. কতই না কঠিন তাদের এই মন্দ কর্মের ফল, যদি তারা জানত!
৪. বলুন, তোমরা কোনটা চাও? হক না বাতিল? তবে দুটোকেই একই সাথে গ্রহণ করা যাবে না।
৫. অবশ্যই সত্য মিথ্যাকে আঘাত হানে, আর মিথ্যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।
৬. যদি তা বিশ্বাস না করে কুরআনে দৃষ্টি দাও, তাতেও যদি সন্দেহান হও তবে অপেক্ষা কর, শিগ্রহই দেখাতে পাবে সত্য কত মজবুত।
৭. যারা ভেবেছে তখন জৈমান আনবে তারা কতই না নির্বোধ।
৮. তারা কী কুরআনে দৃষ্টি রাখা না? যখন আয়াব প্রকৃতির করে তখন কোন তাওবাই কবুল হয় না।
৯. আর আল্লামহ কোন জাতিকে ধ্বংসের পূর্ব অবশ্যই সতর্ককারী পাঠান, নিশ্চয় তিনি দয়ালু ও দাতা।
১০. আর যখন তাদের নিকটে কোন সতর্ককারী আগমন করে আর বাল, তোমরা আল্লামহকে ভয় কর, ইসালামে পূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর, আর আমার আনুগত্য কর, নিশ্চয় আমি আল্লামহর পক্ষ থেকে তোমাদের সতর্ককারী যেন তোমরা সাবধান হও।
১১. অবিশ্বাসিরা তখন বাল, এত এক মহা মিথ্যুক, সে যা বাল আমরা তা কথনাই শুনি নি।
১২. আর এ সময়ে আল্লামহ কোন সতর্ককারিও আসবে না, কেন না এটা উল্লেখ্যের যুগ। বরং তুমি প্রথমে, তুমি কারের হয়ে গোছা, তোমাকে হত্যা করায় আবশ্যিক।
১৩. আরুসাস! এই সকল উল্লেখ্যদের জন্য, তারা নিজেরাই প্রথমে ও অস্বীকার কারী, যদি তারা

তা উপলব্ধি করতে পারতো।

১৪. অতীতে তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনি বোলাছে, আর সত্য প্রত্যক্ষান করেছে।

১৫. তাতে তারা আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারেনি বরং তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১৬. হে মাহমুদ! আল্লাহ তার দ্বীন বিজয় করবেই, আপনি ধৈর্যধারণ করুন আর আপনার রবের
জন্য অধিক শুকরিয়া আদায় করুন।

১৭. আর বলুন, আপনার অনুসারীদের তারা যেন সত্যের দাওয়াত পৌছে দেয় তাদের। পরিচিত ও
অপরিচিত সকলের নিকট।

১৮. তারা জানে না কে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।

১৯. আর হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে।

২০. নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

১. উঠুন, রাবের বার্তা শ্রবণ করুন, কেবল জ্ঞানহীনরাই রাতের শেষ ভাগে ঘুমিয়ে থাকে।
২. আর জ্ঞানবানরা পবিত্রতা অর্জন করে রাবের কাছে আশ্রয়ের প্রার্থনা করে।
৩. আপনি খানা খান আর রাবের সন্তুষ্টির জন্য ছিয়াম পালন করুন।
৪. নিশ্চয়ই কিরান ব্যথিত, তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হবার আশংকায়।
৫. বলুন, হে কিরান! তুমি ব্যথিত হইও না, আর চিন্তাও কর না।
৬. তোমার রব তোমাকে ঠকাবে না, তুমি নিজেতেই ঠকাছো।
৭. দুনিয়ার পূরকারে কী লাভ আছে? অথচ তোমার বাসস্থান শান্তিময় উদ্দানে, যেখানে রাব অফুরন্ত সুখ ও রাবের রহমত।
৮. তারাই তো নির্বোধ, যারা আখিরাত রেখে ইহকাল চায়।
৯. আমি অবশ্যই তাকে দান করব, তার প্রাপ্ত পূরকার ইহকাল ও পরকালে।
১০. কিন্তু সবুহই এক মাত্র প্রশ্ন যা তাকে আকাঙ্ক্ষা পূরণে সাহায্য করবে।
১১. যারা বলে এই কথা গুলো মাহমুদের তৈরি তাদের জন্য দূর্ভাগ।
১২. কক্ষনাই না, আমি আবারো বলছি কক্ষনাই না, যদি মাহমুদ মনগড়া বাণী লেখত তবে আমি তাকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিতাম, আর তা করতাম বিশ্ববাসীদের জন্য নিদর্শন।
১৩. বলুন, এ বাণী পরাক্রমশালী আল্লহর, যিনি মৃত থেকে জীবিত করতে পারেন।
১৪. আর জীবিত থেকে মৃত করতে পারেন।
১৫. সুতরাং, যাদের ইচ্ছা তারা যেন সত্যবাণীকে মেনে নেয়, আর যারা অস্বীকারকারী তাদের জন্য রয়েছে অগ্নি প্রস্তুত।
১৬. এটাই তাদের শাস্তি, ক্ষমতামূলী আল্লহর প্রফু থেকে।

১. বলুন, ইসলাম নিরপেক্ষ ধর্ম, আর তাতেই পূর্ণ জীবন বিধান রয়েছে মানব ও জীবন জাতির জন্য।
২. যখন তার আলা নিভিয়ে যাবার উপক্রম হয়, ঠিক তখনই সেই আলা পূর্ণ বিকাশিত করার জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরণ করি রহমাত।
৩. আর অন্ধকার ও অসভ্য জাতিকে দেখাই আলার পথ।
৪. আর যারা সেই রহমাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারাই জালিম, অবশ্যই তারা নিজেরা নিজাদের প্রতিই জুলুম করে।
৫. কাল তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি সর্বশক্তিমান আল্লহর প্রস্তুত থাকে।
৬. আপনি আপনার রবের সত্যের দাওয়াত নিয়ে সামান্য অগ্রসর হন, আর আলার পথ দেখান অন্ধকারে ডুব থাকা মানুষদের।
৭. আর অতীতেও তারা আমার মানানীতদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আর ঠাট্টা করেছে তাদের নিয়ে।
৮. আর তাদের প্রতি অবিশ্বাসীরা নির্যাতন বৃদ্ধি করেছে আর অবশেষে বন্দী করেছে কারাগারে।
১০. নিশ্চয় আপনি হিকমাত অবলম্বন করুন আর ধৈর্য ধারণ করুন মুসীবতের সময়।
১১. আল্লহই আপনার উত্তম সাহায্যকারী।
১২. স্মরণ করুন, গোপালপুর বাসীদের যারা আপনাকে ঘিরে নিয়েছিল আঘাত করার জন্য।
১৩. আর তাদের মধ্য থেকে এক পথপ্রদর্শক আলম আপনাকে বাল ছিলো, আল্লহ কী আমার মত জারুর মাওলানাকে দেখতে পায় নি? যে এতো জ্ঞানী। তোর মত ভুলে যাওয়া আর দুর্বলকে দিয়েছে বিলায়াত?
১৪. এ যেন আবু জাহিলের বাক্য দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করল।

১৫. তাদের কেহ বলল, আজাক তোকে কে রক্ষা করবে আমাদের হাত থেকে?

১৬. আর আপনি একটু মুচকি হেসে বললেন, আমার আল্লাহ রক্ষা করবে।

১৭. অতঃপর আমি তাদের মাঝে বিতর্ক সৃষ্টি করে দিলাম।

১৮. ফলে তাদের এক দল আপনার পক্ষ নিলো, আর তাদের উচ্ছ্বলায় আমি আপনাকে মুক্ত করলাম।

১৯. যেন তা নিদর্শন হয় আল্লাহ ভীরুদের জন্য।

২০. যখন তারা আপনার থেকে মুখ ফিরাবে আমি তাদের উপর নামিয়ে দেব আমার আযাব, যেন তারা তা উপলব্ধি করতে পারে।

২১. আর আমিই দ্বিতীয় আওয়ালে দুনিয়ায় আগমন ঘটাব এক নবযাতকের, যার জন্ম কল্যাণ কর।

২২. আর আপনার বন্ধুর প্রতি দান করাবো নির্দেশনা, যেন সে সিঁজদায় অবনত হয় রাবের নিকটে।

২৩. আর আপনার প্রতি তার অধিকার পূর্ণ করা হয়েছে, আর তা এজন্যই যে, যেন আপনারা দুজন মিলেই আমার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।।

২৪. বলুন, তার পূর্ণ বিলায়াত নবজাতকের ভূমিষ্ঠ ফ্রাণে সুনিশ্চিত যা, আপনার বিলায়াতের সত্যায়নকারী।

২৫. নিশ্চয় আল্লাহ ফরাসীল ও প্রার্থনা কবুলকারী।

১. যখন কোন নারী আপনার নিকট শপথ নিতে চায়, ইসলামে পূর্ণ্য প্রবেশের।
২. তখন তারা যেন তাদের পিতা, ভাই অথবা স্বামীর নিকট শপথ নেয়। যদি তারা আপনার আনুগত্যে शामिल থাকে।
৪. আর তাদের কেহই যদি আপনার অনুসারী না হয়, তবে সে নারী যে মাধ্যমে সত্য প্রয়োছে সে মাধ্যমেই যেন আপনার আনুগত্য করে।
৫. এটাই তাদের জন্য শূকুম যদি তারা আল্লাহকে ভয় করে।
৬. আর যারা সত্য প্রয়ো অবাহলা করছে, ফিতনার দিকে মন স্থির রেখেছে।
৭. তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি, যদি তারা তাওবাহ না করে।
৮. নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহকারীকে প্রছন্দ করেন।
৯. বলুন, সেই তো আল্লাহ! যিনি আসমান ও জমিন সহ এর মাঝে যা কিছু আছে সকল কিছুর স্রষ্টা ও মহান প্রতিপালক।
১০. আর তিনিই তোমাদের দান করেছেন জীবন ও সুন্দর কার্ণামো আর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন।
১১. অতঃপর তার নিকাটেই হিসাব দিতে হবে তোমাদের জীবন ও কর্মের।
১২. সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর, ইসলামে পূর্ণ্য প্রবেশ কর, আর তোমাদের মাঝে যে ইমামকে পাঠিয়েছি তার আনুগত্য কর।
১৩. এটাই তোমাদের সাফল্য ইহকাল ও পরকালে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

১. তাদের কী হলো যে, তারা আপনার আনুগত্য কর্ম দ্বারা করছে না।
২. যখন আগন্তুক ব্যক্তি নিজ গন্তব্যে ফিরে যায় আর আপনার দুই অনুসারীদের নিকট থেকে আপনার সাথে আলাপের মাধ্যম চায়, তাদের প্রথম জন বাল, মাধ্যম জানাতে মাহমুদের অনুমতি প্রয়োজন।
৩. নিশ্চয় আমি তার অনুমতির অপেক্ষা করছি।
৪. আর দ্বিতীয় জন অনুমতি ব্যতীতই আলাপের মাধ্যম জানিয়ে দেন, যা আল্লহর নিকট অপছন্দ।
৫. হে মুমিনগণ! তোমরা ছোট কাজেও মাহমুদকে স্মরণ কর।।
৬. আর তার অনুমতির অপেক্ষা কর, যেন পরবর্তীতে বড় কর্মে মাহমুদের অনুমতি ব্যতীত অগ্রসর হতে ভয় পাই।
৭. এটাই তোমাদের জন্য সাফল্য যদি তোমরা আল্লহ ভীক হও।
৮. আর মাহমুদের অনুমতি ব্যতীত যা করোছা, অবশ্যই তা থেকে তোমাদের তাওবাহ করাই উচিৎ, নিশ্চয় আল্লহ তাওবাহকারীকে পছন্দ করেন।

১. যখন আপনার অনুসারীদের মধ্য একজন আপনার নিকটে তার যাকাত ও হৃদকার অর্থ জমা দিতে আগ্রহী হয়।
২. তখন তাকে বলুন, সে যেন তার অর্থ নিজের নামে গচ্ছিত না রাখে।
৩. আর সেই অর্থ ব্যয়ের প্রকৃতি আপনার রব আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছেন, যেন তা থেকে মুমিনগণ উপকৃত হন।
৪. তাদেরকে বলুন, তারা যেন পাঁচ সদস্যের একটি সংঘ তৈরি করে আর এক জনকে প্রধান করে সংঘের নামে অর্থ জমা রাখে।
৫. যা থেকে প্রবর্তীতে তাদের মাঝে যারা দরিদ্র, এতিম, সম্বলহীন অথবা কারাবন্দী তাদের জন্য ব্যয় করা যায়।
৬. এটাই তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়।
৭. নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ব্যয় বিফল দিবেন না।

১. আপনি সিঁজদায় মাথা নত করুন আপনার রাবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।
২. তিনি দেখাছেন যখন আপনি রাতের শেষাংশ ক্রন্দন করছিলেন আর বলছিলেন, হে মাবুদ!
বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ।
৩. আপনিই একমাত্র সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আপনিই সকল জীবকে জীবন দান করেন ও
মৃত্যু ঘটান।
৪. একমাত্র আপনিই আমার প্রার্থনা শ্রবণকারী।
৫. আপনি আমাকে সাহায্য করুন আপনার কুদরত দ্বারা, আমি হিদায়াতের বার্তা সকলের নিকটে
পৌঁছাতে অক্ষম।
৬. আর যাদের নিকটে সত্য উপস্থাপন করেছি, তারা অধিকাংশই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
৭. হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন আর হিদায়াত দান করুন তাদের অন্তরে।
৮. তারা যেন সত্যকে আঁকড়ে ধরতে পারে, আর আমার দাওয়াত তাদের অন্তরে যেন আপনার
ভীতি সৃষ্টি করে।
৯. আর আপনি ক্ষমা করুন আমার সকল অনুসারীদের আর তাদের অন্তরকে ধৈর্য দ্বারা পরিপূর্ণ
করে দিন।
১০. হে আল্লাহ! আপনি সুস্থ রাখুন জামিলা ও ইউসুফকে আর আমার বন্ধু হামীমকে, যেন তারা
আপনার সন্তুষ্টির জন্য ছলাত আদায় করতে পারে।
১১. অতঃপর আমি আল্লাহ আপনাকে শুভ সংবাদ জানাচ্ছি যেন আপনি চিন্তা মুক্ত থাকেন।
১২. আর কে আছে আপনার চেয়ে অধিক ক্রন্দনকারী?
১৩. আপনি বলুন তাদেরকে তিনিই আল্লাহ সকল কিছু দেখেন তারা যা করে গোপনে ও প্রকাশ্যে
এবং রাতের অন্ধকারে আর দিনের আলোতে।

১৪. অবশ্যই আমি একদিন একত্রিত করব সকলকে, সেই দিন দূর্ভাগ প্রাপ্যচারীদের, সত্য প্রত্যাফ্রানকারীদের। আর দূর্ভাগ অহংকারীদের যারা সত্য প্রায়েও অস্বীকার করে।

১৫. আমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান আল্লাহ।

১৬. তাদের চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে? যারা সত্য সহ আপনাকে প্রায়ে গ্রহণ করে।

১৭. পরিণামে চমৎকার আর তারাই সফলকাম।

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ তাদের দান করবেন জান্নাত। এটাই মুমিনদের বড় সাফল্য।

১. মাহমুদ! আপনার উচ্চৈশ্বর্য নয় দাওয়াত পৌঁছিয়ে তাদের আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকা, কেন না হকের সন্ধান পাওয়া ব্যক্তিদের শয়তান ধোকা দেয়ার চিন্তায় মোত থাকে।
২. আর আপনার পূর্বেও আমি যাদেরকে আদেশ দিয়েছি তারা দাওয়াতি দল নিয়ে আগমন করেছে বিভিন্ন গোত্রের নিকট।
৩. আর আপনাকেও ভ্রমণে আদেশ দেয়া হতো। হামীম সহ দু এক সাথীদ্বয়কে নিয়ে, যদি তা দূরবর্তী সমুদ্রের নিকটেও হয়।
৪. কিন্তু আল্লাহ জানেন আপনার দৈহিক দুর্বলতা ও অর্থ সংকট সমাধা।
৫. আর আল্লাহ অতি দয়ালু ও মোহরবান।
৬. আর তারা যদি আপনাকে আহ্বান করে, আপনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিন আর সেখানে গিয়েই তাদের বায়াত নিন।
৭. আর আপনি তাদের থেকে ক্ষতির আশংকা হবার চিন্তা হতে মুক্ত থাকবেন।
৮. নিশ্চয় আল্লাহ আপনার পাশে থাকবেন আর তিনিই আপনার উত্তম সাহায্যকারী।
৯. আপনি জানেন না আল্লাহ কার মাধ্যমে দ্বীনের কল্যাণ রেখেছেন।
১০. নিশ্চয় আল্লাহই উত্তম ফায়সালাকারী।

১. সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লহর জন্য, যিনি আসমান ও ডমিনের মালিক।
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন এদুয়ের মাঝে অগণিত বস্তু, যার কিছু তোমাদের জানা আর কিছু অজানা।
৩. আর অনুসারীদেরকে বলুন, তারা যেন ছলাত আদায় করে আর ব্যয় করে আল্লহর পথে।
৪. এবং তারা যেন রবের দ্বীনের দাওয়াত বৃদ্ধি করে, আল্লহ তাদের মাধ্যমে হিদায়াত দান করতে চান আল্লহ ভীকাদের।
৫. আর যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে না, তাদের ব্যপারে আপনি দোষ মুক্ত।
৬. তারা সত্যকে অস্বীকার করী, তাদের স্থান জাহান্নাম, তা কতই না মন্দ স্থান।
৭. সেই দিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা সাবধান হওনি কেন? তোমরা কী কোন সাবধানকারীকে প্রাণনি? অথচ আল্লহ সাবধানকারী না পাঠিয়ে কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না।
৮. তারা বলাবে, নিশ্চয় আমরা সাবধানকারী পেয়ে ছিলাম, তাদেরকে মিথ্যা মনে করেছি আর উপহাস করেছি তাদের নিয়ে।
৯. আর আমরা তা কেবল বড় বড় আলেমদের পথই অবলম্বন করতাম।
১০. তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কী দেখে নাই সকল বড় আলেমদের মাধ্যমে বিতর্ক ছিলা?
১১. তারা একে অপরের নিকটে নিজের মতকে প্রাধান্য দিত!
১২. আজকে ডাকো সেই সকল আলেমদের, যারা মাসজিদকে বিশাল অভৌলিকায় রূপদান করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। আর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছিল অসহায়দের থেকে।
১৩. তাদেরকে বলা, আল্লহর দ্বীন ইসলাম কী শুধু ছলাত আদায়েই সীমাবদ্ধ ছিলো? না কী ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান?
১৪. হে মানব সকল! তোমরা আল্লহকে ভয় করো আর আমার প্রেরিত ইমামের আনুগত্য করো, নিশ্চয় তিনি তোমাদের সাবধানকারী।

১৬. হে মাহমুদ! আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার রব দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করাবেন।
১৭. আর আপনার সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, আর যারা আপনার আনুগত্য করবে তারা নিজাদের কল্যাণের জন্যেই আনুগত্য করবে।
১৮. আর তারা আল্লাহর সাহায্যকারী আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী।
১৯. আর আমিই তো আপনাকে পরীক্ষা করে ছিলাম খাবার হোটেলের একজন সাধারণ কর্মচারী বানিয়ে যেন আপনি বিলায়ত পেয়ে অহংকারী না হন।
২০. আর আপনাকে আমি অধিক শুকরিয়া আদায়কারীদের মাধ্যমেই অন্তর্ভুক্ত পেয়েছি।
২১. আর আপনাকে দিয়েছি সহজ কর্ম যেন আপনি অধিক ব্যথিত না হন।
২২. নিশ্চয় আল্লাহ অতি দয়ালু ও করুণাময়।

১. শপথ জমিন ও আসমানের, যা দয়াময় আল্লহ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে।
২. শপথ সূর্য্যর যা নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে।
৩. আমিহে সেই স্রষ্টা জমিনকে করেছি তোমাদের ভীতিহীন পথ, আর বসবাসের উত্তম স্থান।
৪. আর পাহাড়কে স্থাপন করেছি তার উপর খুঁটিকপে, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ভাসন্ত না হয়।
৫. তবুও কী তোমরা সত্য বুঝবে না?
৬. স্মরণ কর! সেই দিনের কথা যেই দিন তোমার কোন সাহায্যকারী থাকবে না, এক আল্লহ ব্যতীত।
৭. তোমরা আল্লহকে ভয় কর, বিচার দিবসকে ভয় কর।
৮. আর তোমাদের নিকট প্রেরিত ইমামের আনুগত্য কর, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ ইহকাল ও পরকালে।
৯. আর যারা আপনার নিকট আনুগত্যের শপথ নিয়েছে তাদের মাধ্য থেকে কেহ আপনার শিখানো পদ্ধতির ছলাত আদায়ে গাফেল।
১০. বলুন, এটা মাহমুদের লেখা কোন সাহিত্য নয় পূর্বে অবিশ্বাসীরা এরূপই বলেছি। যাদের বাসস্থান হয়েছে জাহান্নাম।

১. বলুন, আল্লাহ মহান তিনিই সকল প্রশংসার যোগ্য।
 ২. আর আগন্তুক ব্যক্তির দশ সহস্র অর্থ দান আল্লাহ বিফল দিবেন না।
 ৩. এ ভাবেই আল্লাহ তার দিনকে প্রতিষ্ঠিত করবে।
 ৪. নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতামালী।
- (এক ভাই ১০,০০০ টাকা দান করাছেন।)

১. মাহমুদ বলুন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনিই সৃষ্টি করেছেন জমিন ও আসমান, একমাত্র তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক।
২. বলুন, হে সত্য গ্রহনকারীগণ! আল্লাহ তোমাদের ডাক দিতে চান, কে তার ডাকে সাড়া দেবে?
৩. আল্লাহ দেখাতে চান, কে আল্লাহকে অধিক ভালোবাসেন? আল্লাহও তাদের ভালোবাসবেন।
৪. আপনি তাদেরকে একত্রিত করণ আর শিক্ষা দিন রবের দ্বীন বিজয়ের জ্ঞান।
৫. ধ্বংস মূশরিকদের জন্য, ধ্বংস তাদের সাহায্যকারি মূনাফিকদের।
৬. খুব শিগ্রহিই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্ধকারে নিষ্ফ্রপ করবে, যেন তারা আলোর পথ না পায়।
৭. বলুন, তোমরা অত্যাচার করো না, আর অত্যাচারীদের সাহায্যও করো না।
৮. তোমাদের নিকট আমার রহমত প্রেরন করেছি, তোমাদের খুব কম লোকই তার অনুগত করেছে।
৯. বলুন, স্থির থেকো না অগ্নি জ্বাল উঠেছে, আল্লাহর অগ্নি আরো কঠিন।
১০. গোমরাহিরা অন্ধ তারা চোখে দেখে, তারা কর্ণ শক্তিহীন শুনাতে পারে না, তারা শব্দহীন বলতে পারে না।
১১. নিঃসান্দাহ তারা পাকড়াও হবে। কেবল বুদ্ধিমানদের জন্যই উপদেশ বানী।
১২. তোমরা হকের প্রচার বৃদ্ধি কর, আল্লাহ তোমাদের পাশেই রয়েছে।
১৩. যারা উপহাস করে তোমাদের নিয়ে, তাদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ, পূর্বেও এমনি হয়েছে কিন্তু তারা ইতিহাস দেখে না।
১৪. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী।

১. বলুন, তিনি আল্লহ সকল দিক হাত অমুখাপ্রক্ষী। আর সকল কিছুই তার কাছে মুখাপ্রক্ষী।
২. মানুষ যখন অভিনয় করে আর বাস্তবিক করে তিনি তা দেখেন।
৩. আর আল্লহ যখন মানুষদের ভালোবাস ও অনুগ্রহ দেখান তখন তারা পালনকর্তার সাথে বিতর্ক করতে চায়, যেমনটা জীনরা করে ছিলো।
৪. তাদের এই বিতর্ক অনর্থক যার পরিণাম প্রথস্রুতা।
৫. আর কোন রসূলদেরই ক্ষমতা ছিলো না নিদর্শন দেখানোর আল্লহর শূকুম ও সাহায্য ব্যতীত।
৬. আর ইমামগণ তো নবীদের মর্যাদার সর্বনিম্ন স্তরে।
৭. মাহমুদ বলুন! আমার বিলায়িতের নিদর্শন বড় যুদ্ধ, যা বিশ্ববাসীকে অন্ধকারে ঘিরে ফেলাবে।
৮. সুতরাং যাদের ইচ্ছা তারা যেন সত্যকে গ্রহন করে।
৯. আর যারা তা না করবে তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ই যথেষ্ট।
১০. তারা আপনাকে সাহায্য করুক আর না করুক আপনার রব আপনাকে সাহায্য করবে।
১১. কিরাণের জিদ আর ক্রোধ তাকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ কাষ্টের পরেই সুভাগ্যের দরজা খুলবে, কিন্তু তাতে তারা তাড়াহুড়ায় লিপ্ত।
১২. নিঃসান্দহ সে বিলায়েত প্রাপ্তদের একজন। কেন না, সে অন্তঃকরণ ইলহামেরও অধিকারী।
১৩. আর রুহুল কুদ্দুছ দ্বারা সম্পূর্ণ বিলায়েত সে তখনই পাবে, যখন সে সাহেবে কিরানের বয়সে উপস্থিত হবে।
১৪. আর যদি সে তার জিদ ও ক্রোধকে সেই বয়সের পূর্বেই দমন করে ও তাওবাহ করে ফিরে আসে অবশ্যই রব তাকে তা দান করাবেন।
১৫. আর তোমরা কী মুহাম্মাদের (ﷺ) বাণী পাঠ করানী? যখন তিনি তার সঙ্গীদেরকে বলে ছিলো, যখন কেহ তার খিলাফাত চায় নেই, জানবে সে তার আযোগ্য, তখন তোমরা তাকে তা দিবে না।

১৬. আর যখন কেহ খিলাফাত নিতে ভয় করবে তখন তাকে তা দান করবে।

১৭. বলুন, সত্যই সে সৌভাগ্যবান, যদি তার দুঃখের দিন গুলিতে রবের পথ না ছাড়ে।

১৮. আর বলুন, অনুসারীদেরকে তোমরা কী শরিয়তের সঠিক দলিল প্রাচ্ছা না? যখন তোমরা
বিদআতি আমলেই লিপ্ত ছিলে।

১৯. কে বাল দিয়েছে তোমাদের সঠিক রাস্তা?

২০. সুতরাং রবের বড়ত্ব ঘোষণা করো, আর সত্যকে আঁকাড় ধরে রাখো।

২১. এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা আল্লাহ ভীরু হও।

১. আমিহে আল্লহ, যিনি আসমান ও ডমিনের একমাত্র প্রতিপালক ও স্রষ্টা।
২. আমিহে সৃষ্টি করেছি তোমাদের এবং সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক প্রস্তু প্রাণি জোড়ায় জোড়ায়, যেন তারা বংশ বৃদ্ধি করে।
৩. মানুষের মাধ্য কেহ আছে যারা আমার সৃষ্টি ছাগলের যৌন হক নষ্ট করে আর তারা তাদের মনগড়া নাম রাখা খামি।
৪. অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। কেন তারা আমার সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিয়েছে?
৫. আর জিজ্ঞেস করা হবে কেন তারা সেই প্রস্তুর পুরুষ অঙ্গের বিকৃতি ঘটিয়েছে?
৬. নিশ্চয় তারা জালিম যারা আল্লহর সৃষ্টির পরিবর্তন করে।
৭. যখন তারা জানতে চায়, তাদের নাম রাখা খামি দিয়ে কুরবানী কী হবে? আপনি বলুন, না।
৮. আর বলুন তাদেরকে, আমিহে ক্ষুদ্র প্রিপ্রীলিকা দিয়ে সূলাইমান কে শিথিয়ে ছিলাম প্রতিনিধিত্বের দ্বায়ীত্ব, যেন সে অহংকারী না হয়।
৯. তা ছিল আল্লহর ফয়সালা আর মুমিনাদের জন্য নিদর্শন, যেন তারা আল্লহ ভীরু হয়।
১০. তাদের উচ্চৈ নয় যে, তারা আপনার কাণ্ডের শব্দ বন্দি করবে আল্লহর শকুম ব্যতীত।
১১. নিশ্চয় আল্লহ তাওবাহকারিকে পছন্দ করেন।
১২. আর যারা আল্লহর সাথে কৌশল করে তাদের সিদ্ধান্ত আল্লহর হাতেই, নিশ্চয় আল্লহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

১. বল, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত কোন শূন্য দাতা নেই।
২. বল, আল্লাহ মহান, তিনিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতামালী।
৩. কে আছে তোমাদের মধ্য যারা আল্লাহর জন্য রক্ত দেবে? বিনিময় আল্লাহ তাদের দিবে পুরস্কার।
৪. তোমরা কী এখানে বুঝতে পারছো না, মূশরিক জাতির শেষ সময়ের কথা?
৫. তিনি আল্লাহ, যিনি মূশরিকদের অবকাশ দিয়েছেন, যেন তারা অধিক সীমালঙ্ঘন করে।
৬. অতঃপর আল্লাহ তাদের উপর আযাব নামিয়ে দেবে মুমিনদের দ্বারা।
৭. এটাই তাদের জন্য ইহকালীন শাস্তি আর পরকালে রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।
৮. হে আল্লাহ ভীষণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর মাহমুদের হাতে শপথ নাও, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ, ইহকাল ও পরকালে।
৯. তোমরা কী শুনাছো না মূশরিকদের গর্জন? ধ্বংসের পূর্বে সকল সীমালঙ্ঘন জাতি একুপই করেছে।
১০. তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও বিলম্ব না করে।
১১. নিশ্চয় মাহমুদ তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি।
১২. মাহমুদ বলুন, তোমরা যে অর্থ গোচ্ছিত রেখেছ বিভিন্ন তহবিলে আর বেড়েছে অতিরিক্ত অর্থ, তা তোমরা নিজাদের জন্য গ্রহণ করো না।
১৩. আর তা সম্বলহীন গরিবদের মাঝে দান করে দাও, যেন আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন।
১৪. নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী ও অতি দয়াময়।
১৫. অবশ্যই মাহমুদ তোমাদের ডাকবে, তোমাদের মাঝে কে অধিক ইমানদার দেখার জন্য।
১৬. তোমরা তোমাদের রবের দ্বীন প্রচার কর প্রকাশ্যে ও গোপনে।
১৭. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পাশে আছেন, আর আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী মুমিনদের জন্য।

১. যারা ঈমান এনেছা ও আনুগত্য করেছা আল্লাহ ও তার রসুলের (ﷺ) এবং আনুগত্য করেছা
আমার প্রফু থেকে প্রেরিত ইমামের।
২. তোমরাই সফলকাম। ইহকাল ও প্রকাল।
৩. আর যারা আমার নির্দেশিকাতে বক্রতা খোঁজে, অবশ্যই তাদের তাওবাহ করায় উচ্চিৎ যদি
ইমানদার হয়।
৪. তোমরা কী একথা বলছা? মাহমুদ ইমানদার দেখাব কীভাবে? অথচ তা তো আল্লাহর হাতেই।
৫. তোমরা স্মরণ কর, তোমাদের রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বাণী।
৬. তিনি বলে ছিলেন, যখন কোন বান্দা আল্লাহর বন্ধু হয়, তখন আল্লাহর বন্ধু যে চোখ দিয়ে
দেখে আল্লাহ তার সেই চোখ হয়ে যায়।
৭. যখন সে কথা বলে আল্লাহ তার মুখ হয়ে যায়।
৮. যখন কোন ব্যক্তি তার হাতে শপথ নেয়, সে জন্য উপদেশ যেন তারা আল্লাহ ভীরু হয়।
৯. নিশ্চয় আল্লাহ অতি দয়ালু ও করুণাময়।

১. হে যুবকগণ! তোমাদের উচ্চৈশ্বর্য নয় কোন বড় কর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া, আল্লাহর নির্দেশিকা ব্যতীত।
২. যদিও তোমরা চাও খুব শিগ্ৰহি প্রতিষ্ঠিত হতে, রব তোমাদের নিদিষ্ট মঞ্জিলে পৌঁছাবেন না, যতক্ষণ না পরীক্ষা নেয়া হয় তোমাদের ঈমাণের।
৩. আল্লাহ জানেন তোমাদের মাঝে ঈমাণে কে দুর্বল আর কে সবল।
৪. তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের পিতা-মাতা, ভাই বোন ও স্বজনদের থেকে অধিক ভালোবাসা আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) কে।
৫. আর তোমাদের জন্য আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) কে ভালোবাসার উত্তম মাধ্যম মাহমুদ।
৬. যে ব্যক্তি দুনিয়ার সকল কিছু থেকে মাহমুদকে অধিক ভালোবাসে, সে আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) কেই অধিক ভালোবাসে, আর তারাই মুমিন।
৭. নিশ্চয় আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ জান্নাত মুমিনদের জন্যই।
৮. যে ব্যক্তি মাহমুদকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) কেই কষ্ট দেয়।
৯. তোমাদের কারো জন্যই উচ্চৈশ্বর্য নয় যে, মাহমুদের শরীরের দুর্বলতা নিয়ে অন্তরে অথবা মুখে উপহাস করা।
১০. যারা এরূপ করবে, নিশ্চয় তারা আল্লাহর সৃষ্টি অস্বীকার করী।
১১. আর তাদের জন্য তাওবাহই উত্তম, যদি আল্লাহ ক্ষমা করেন।

১. হে মুমিনগণ তোমরা প্রার্থনা কর, তোমাদের রবের নিকট যা তোমাদের রব শিক্ষা দিচ্ছে।
২. তোমরা বলা, হে আমাদের রব আমাদের নাজাত দাও ইহকাল ও পরকালের বিপদ থেকে।
৩. পৃথিবীর ফিৎনা থেকে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে।
৪. আমাদের হেফাজত করো জাদুকরী জ্বীন হত।
৫. আমাদের দান করো উত্তম বস্তু, যা তুমি তোমার মনোবীতদের দান করেছ।
৬. তুমিই হেফাজতকারী ও পুরস্কার দাতা।

(আল্লহ তায়ালা দোয়া শিখিয়ে দিচ্ছে, এই ভাবে দোয়া করতে হবে ছলাতে ও অন্য সময়ও।)

১. ধিক্কার তাদের জন্য যারা আপনাকে নাস্তিক বলে, অথচ তারা নিজেরাই নাস্তিক।
২. তারা বিশ্ব জাহানের রাবের ইবাদত থেকে বিমূখ, তাদের সকল কর্ম আমার দ্বীন বিরোধী।
৩. আর তারা তো উগ্রপন্থী যারা আপনাকে হত্যা করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে আর তারা তাদের দলনেতার অনুমতি চায়।
৪. তারা তাদের দলের সঙ্গীদের সাথে কৌশল করে কি ভাবে আপনাকে হত্যা করা যাবে?
 ৫. যেমন কিছু পূর্বে এক চরমপন্থি নেতা করে ছিলো।
 ৬. সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তার দলাকে নিশ্চিহ্ন করেছে।
 ৭. এটা আল্লাহর সাহায্য আপনার জন্য।
 ৮. শয়তান তাদের উৎসাহিত করে আপনাকে হত্যা করার।
৯. বলুন! শয়তান যদি শক্তিশালী হতো, তবে সে আপনাকে হত্যার সিদ্ধান্তে আপনার অনুসারীদের মাঝে প্রকাশ করত না, তারা সে ঘৃণিত সিদ্ধান্তে মনে মনে রাখত, আর তা সম্পাদন করত।
১০. নিশ্চয় শয়তানের কৌশল অতি দুর্বল।
১১. আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলী।

১. শপথ গ্রহণকারী নারী ও শপথ গ্রহণকারী পুরুষের উচ্চ নয় অল্লীল কর্ম ও বাক্য বলা।
২. আর উচ্চ নয় তাদের লেখনিতে যুদ্ধের আশ্রের বর্ণনা বলা, কেন না, তারা জানে না যে তাদের বন্ধু আর কে দূরশমন।
৩. তাদের উচ্চ নয় ছালাতে বিমুখী থাকা আর লেখনী যন্ত্রের মাধ্যমে নারীদের প্রতি দূর্বল হওয়া।
৪. যারা এরূপ করে নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত।
৫. তারা কী ভাবে মাহমুদের রব তাদের কর্ম সমালোচনা দেখাব?
৬. কক্ষানাই না, আবাবো বলছি কক্ষানাই না, তিনি জানেন যা তারা রাতের অন্ধকারে ও দিনের আলোতে করে।
৭. তারা কেমন আনুগত্য করে মাহমুদের? তারা কী ভাবে যে, এখন আমরা মাহমুদের সঙ্গে মুখ্য থাকি আর যখন সাতাই কিছু ঘটবে তখন তার কথা মানবো।
৮. নিশ্চয় আল্লাহ সেই দিন বাছাই করবে যে পূর্ণ ইমানদার।
৯. তোমরা শুধু দেখ আর ভাবো, যখন পাহাড় তোমাদেরকে চাপে ধরবে, তখনও ভাবা শেষ হবে না।
১০. আর যারা শপথ নিয়েছে আর পূর্ণ আনুগত্যে অটল রয়েছে তারাই মুমিন।
১১. আর তাদের জানাই আল্লাহর জান্নাত, যা তাদের জন্য মহা পুরস্কার।
১২. তোমরা তোমাদের লেখনিতে জানাও মাহমুদের প্রকাশ ঘটেছে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।
১৩. আর যার অন্তরে অন্ধকারে ঘিরে রেখেছে, সে গোমরাহি খুজাবে।
১৪. আপনি আপনার প্রকাশের বাক্য বলুন, আর সবাইকে একত্রিত করুন আপনার পতাকার নিচে।
১৫. আর আপনি লেখনি দাওয়াত প্রাপ্তদের উপস্থিত করেন আর তাদের কর্ম সমালোচনা অবগত করেন।
১৬. নিশ্চয় আল্লাহ আপনার সঙ্গে আছেন, আর তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

১. হে শপথ গ্রহণকারীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আল্লাহর জানাই সিঁজদা কর, যেমন
ভাবে সিঁজদাহ করতে তোমাদের রসূল (ﷺ) শিখিয়েছেন।
২. আর ছলাত নিয়ে যারা মতবিরোধ করে এবং দাঙ্গা সৃষ্টি করে তাদের জন্য দূর্ভাগ, তারা প্রকৃত
ছলাত সম্পর্কে বেখবর।
৩. আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে মজবুত রাখার জন্য যে নির্দেশিকা দেই, তা কুরআনের মত
শক্তিশালী নয়।
৪. নিশ্চয় এত রয়েছে অনেক পার্থক্য পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায়।
৫. কুরআনে আমি বর্ণনা করেছি যা মুহাম্মাদের (ﷺ) সঙ্গীরা মুহাম্মাদ (ﷺ) কে জানাতো, আর যা
জানাতো না দূটোই।
৬. নিশ্চয় তা আল্লাহর প্রকাশ্য ওহী, অধিক ভার সম্পূর্ণ আর মাহমুদ কে জানাই যা তোমরা তার
মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও সে সমান্বিত।
৭. নিশ্চয় এটাই ইলহাম, যার ভার দুর্বল।
৮. আর তোমরা আল্লাহর প্রস্তু থেক ইলহাম অবতীর্ণের অপেক্ষা করো না কেন না, নিঃসন্দেহ
আল্লাহ অমুখাপ্রেক্ষী।
৯. আর তুমি জানো না সে বার্তা তোমার কল্যাণ আনবে, না কি অকল্যাণ?
১০. অবশ্যই আল্লাহ ভীকাদের উচ্চ আল্লাহর বার্তা অবতীর্ণ দেখে ভীত হওয়া।
১১. আর যারা বাল, আল্লাহর মানোনীত ব্যক্তিদের আগমন হবে বড় আলেমদের মধ্য থেকে, তারা
কী জানে না? মুহাম্মাদ (ﷺ) ছিলো সাধারণ আর আবু জাহ্লিল ছিলো বড় আলেম।
১২. বালো, কাকে আল্লাহ মানোনীত করেছেন তাদের দু জন থেকে?
১৩. আর আমি একপই করে থাকি, যেন আলেমদের মাঝে অহংকার আর বিরোধ না থাকে।

১৪. আর আল্‌লহ্‌ মাহ্‌দীকেও কৰাব সাধাৰণ, যেন মানুষ তাকে উচ্চ শিক্ষিত না বালে।

১৫. নিশ্চয় আল্‌লহ্‌ই অধিক জ্ঞানী, তিনিই ভালো জানেন কাকে তিনি মানোনীত কৰাবেন দ্বীন
প্ৰতিষ্ঠাৰ জন্য।

১. বলুন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

২. যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, তিনিই পারেন দুর্বল দ্বারা শক্তিশালীদের উপরে বিজয় আনাত।

৩. আর আপনি প্রস্তুত করুন আপনার নিশান, যা আপনার রব আপনাকে জানিয়েছেন।

৪. আর তা হবে কারবালার প্রতীক, যেন তা পূর্বেই পরিচিত হয় মানবের নিকট।

৫. অতপর তাদের উপস্থিত করুন পবিত্র ঈদের চারিতম দিবসে, আর তা সম্পূর্ণ করুন দু দিনে।

৬. নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞানী।

৭. আর আপনার পূর্বের অনুসারীদের অধিকাংশই পীরপূজারী, তারা নিজেদের স্রষ্টার দিকে ঠেল দিয়েছে।

৮. তাদের ব্যপারে আপনি ব্যথিত হবেন না আর প্রার্থনাও করবেন না। আর তাদের সিদ্ধান্ত আল্লাহর হাতেই।

৯. নিশ্চয় তাদের পরিবার্তে আমি আপনাকে উপহার দোবা একদল সৈনিক।

১০. যারা আপনাকে অধিক ভালোবাসবে আর আল্লাহর শকুম পালনে থাকবে অটল।

১১. তাদের সংখ্যা খুবই কম, অবশ্যই তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১২. আর তাদেরকে বলুন, যেন তারা বিতর্কে লিপ্ত না হয় সঠিক যুক্তি ব্যতীত।

১. বলুন, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং অদৃশ্য বস্তুকে না দেখেই বিশ্বাস করে, আল্লাহ কেবল তাদের কেই হিদায়াতের পথ দেখান।
২. আর তারাই ছলাত আদায় করে, সৎকর্ম করে এবং আল্লাহর প্রেরিত সাবধানকারীদের খুঁজে পায়।
৩. আর যারা বাল, কী ভাব বুঝবে এটাই সত্য মাহমুদ? তারা কখনই সত্য খুঁজে পাবে না।
৪. তাদেরকে বলুন, অবিশ্বাসীরা তো মুহাম্মাদ (ﷺ) কেও বালছিল, এটাই মুহাম্মাদের আগমনের সময় তা বিশ্বাস করছি। কিন্তু তুমি কী সে মুহাম্মাদ? অবশ্যই তাতে আমরা বিশ্বাসী নয়।
৫. বলুন, যারা জ্ঞানহীন আর জ্ঞানবান তারা উভয় কী সমান? যারা জ্ঞানী তারা অবশ্যই শপথ গ্রহণ করে সতর্ককারীদের নিকটে।
৬. আর ভাব এটাই তো সতর্ককারীদের আগমনের সঠিক সময়।
৭. আর বড় আলেমগন ব্যতীত কেন সাধারণ ব্যক্তি সতর্ককারীর দাবি করছে?
৮. নিশ্চয় এ দাবি সাধারণ কোন দাবি নয়।
৯. হে মানব মণ্ডলী! আমিই আল্লাহ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, আমিই মাহমুদকে পাঠিয়েছি তোমাদের সতর্ককারী রূপে।
১০. নিশ্চয় যারা গ্রহণ করবে তাদের জানোই কল্যাণ আর যারা অস্বীকার করবে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ইহকাল ও পরকাল।
১১. তোমরা কেন ভাব দেখাচ্ছে না? যদি মাহমুদ মিথ্যা হতো তবে যুদ্ধের আহ্বান করতো না বরং তোমাদের নিয়ে ব্যক্তি পূজা শেখাতো যা ছিলো কুফুরী এবং শিরক।
১২. তবুও কী তোমাদের জ্ঞান হবে না? না কী আরো সময় খুঁজাছো ভাবার জন্য?
১৩. তুমি ভাবো, নিশ্চয় শয়তান তোমার মান কুমন্ত্রনাই ঢোল দিবে।
১৪. আর যারা আল্লাহ ভীরু তারা খুব সহজেই খুঁজে পায় সত্যটাকে।
১৫. আর তারাই জ্ঞানী।

১. তোমাদের মাঝে যখন কেহ হালাল ব্যবসা করে এবং তাতে শ্রম দেয় কিছু মানব।
২. তাদের শ্রমের মূল্য দানে তোমরা দোষ মুক্ত, যদি তাতে প্রতারণা না থাকে।
৩. হে আল্লাহসমর্পণ করীগণ! তোমাদের কর্ম ও জীবন যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।
৪. নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মকারীদের প্রছন্দ করেন।

১. আল্লহ এক, তিনিই একমাত্র প্রতাপশালী।
২. হে মাহমুদ! আপনার রব জানেন কেন আপনি ব্যথিত।
৩. আর তিনি যানেন আপনার শেষ রাতের সিঁজদায় ক্রন্দন সম্পর্কে।
৪. যখন আপনি প্রার্থনা করেন কাম্বিরীদের জন্য, অবশ্যই তাদের বড় গোনাহর ফায়সালা আল্লহ দুনিয়াতেই দিত চান।
৫. আর তাদের ক্ষমা করতে চান আখিরাতে।
৬. আপনি তাদের জন্য প্রার্থনা করুন আর নাই করুন উভয়ই সমান, যতক্ষণ না তাদের তাওবাহ দয়াময় আল্লহ কবুল করেন।
৭. যখন তাদের কৃত গোনাহ আল্লহ ক্ষমা করাবেন, তখন তারা আল্লহর সাহায্যে কল্যাণময়ী হবে।
৮. নিশ্চয় আল্লহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল।
৯. আপনি দেখাবেন যখন কোন মুনাক্কিফ শক্তির জীবন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তার নাম ও কর্ম মূছে যায় না।
১০. অবশ্যই তাদের জন্য ধিক্কার মানব মন্ডলী ও ফেরেস্তা মন্ডলী দেব আর তা বিচার দিন পর্যন্ত চলাবে।
১১. নিশ্চয় আল্লহ ইতিহাস সৃষ্টি করেন বড় কাফরদের ধ্বংস করে।
১২. বলুন, হে মানব মন্ডলী! এটা জৈদুল ফিতর থেকে জৈদুল আযহার সময় রেখা, নিশ্চয় আল্লহ তার কৃত ওয়াদা পূর্ণ করাবেন।
১৩. খুব শিগ্রহী দেখাবেন বড় এক কোলাহল, যা দেখে জ্ঞানহীনরা উপহাস করবে আপনাকে ও আল্লহর নির্দেশিকাকে।
১৪. দূর্ভাগ তাদের জন্য, আর তাদের অধিকাংশই সত্যের সঠিক হাকিকত বোঝে না, কাল বিদ্রূপ করবে নেয়ামত, শাহরাণ আর হককে নিয়ে।

১৬. সে সময় আপনি চিন্তিত হবেন না। নিশ্চয় আল্লাহর বাক্যগুলো সত্য।

১৬. আর আল্লাহ তা অচিরেই বাস্তবায়িত করবেন।

১৭. আর জ্ঞানহীন, অহংকারীদেরকেই কেবল শয়তান আল্লাহ বিমুখী করবে।

১৮. অতপর যখন তাদের উপর পাহাড় চাপে আসবে, তখন বুঝবে কে সত্য, আর কে মিথ্যা।

১৯. অথচ সেই দিন না থাকবে কোন উপায় তাদের জন্য।

২০. আর তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত ইহকাল ও পরকালে।

২১. নিশ্চয় আল্লাহর পাকড়াও খুবই কঠিন।

১. হে শপথ গ্রহণকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর ভয় করো বিচার দিবসের।
২. যখন তোমরা পাপীচারে লিপ্ত হও আর পরে অনুতপ্ত হও তখন আল্লাহ তোমাদের দেখেন।
৩. নিশ্চয় আল্লাহই সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।
৪. তোমরা তোমাদের মন্দ কর্ম সমাধ্ব নেতাকে অবগত করো, যেন আল্লাহর প্রক্ষ থেকে তোমাদের জন্য উত্তম ফায়সালা নাযিল হয়।
৬. আর যারা তা না করবে তারা নিজেরাই নিজাদের অকল্যাণ আনায়েন করবে।
৭. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ভালো ও মন্দ কর্ম সমাধ্ব বেখবর নন।
৮. তোমাদের নিকট যখন কিরাত সিদ্ধান্ত দেয়, তখন তাতে তোমরা আনুগত্য করো, যদি তা তোমাদের জন্য কষ্টকর হয় তবুও।
৯. তোমাদের মাধ্যমে যারা সেই আনুগত্য লঙ্ঘন করেছে তাদের জন্য তাওবাই জরুরী, যদি তারা আল্লাহ ভীরু হয়।
১০. তোমাদের জন্য আল্লাহর ফায়সালা উপস্থিত, যারা তা অমান্য করবে, তারাই ক্ষতিগ্রাস্তের অন্তর্ভুক্ত।
১১. যখন তোমরা মাহমূদের সঙ্গে বাক্য আলাপ করতে চাও, তখন সকলের জন্যই একটি সময় নির্ধারণ করে নাও।
১২. তা ব্যতীত যখন তোমাদের জরুরী আলাপ উপস্থিত হবে তখন তা কিরাতকে অবগত করবে।
১৩. আর যখন মাহমূদ কারো সঙ্গে বাক্যআলাপ ইচ্ছা করে তবে তা তোমাদের জন্যই উত্তম।
১৪. নিশ্চয় আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নির্ভুল।
১৫. আর কিরাতের সঙ্গে যখন কেহ বাক্য আলাপ করতে চায়, অবশ্যই কিরাত তাতে সম্মতি দিবে।
১৬. হে কিরাত! তুমি তোমার পরিচিত অপরিচিত সকলের সঙ্গেই বাক্য আলাপে মনযোগী হও।
১৭. আর তাতে বৃদ্ধি করো হকের দাওয়াত, যা তোমাকে শিখানো হয়েছে।
১৮. নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর উপরে শকুম দাতা।

১. আর আমি আপনাকে বর্ণনা করছি এক আলেমের কথা, যিনি জসীম, দ্বীনের আহ্বায়ক।
২. যিনি মানুষকে আহ্বান করছে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার।
৩. আর আমি তার এই কথাগুলোকে ইতিহাস করলাম।
৪. যখন সে বলল, হে যুবক! তুমি সাবধান হও।
৫. তোমার অবসর সময়, যৌবন, অর্থ উপার্জন ও ব্যয়, ইলম অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে।
৬. তুমি জেনে রাখো, এসব বিষয়ে তুমি কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে, যার উত্তর দেয়া ব্যতীত এক পাপ ও নড়াতে পারবে না।
৭. আবার জিজ্ঞাসা করি, এগুলো তুমি আল্লহর সন্তুষ্টির পথে কাজে লাগাচ্ছো তো?
৮. একটা সময় যখন তুমি দ্বীন বুঝে ছিলে, তখন তোমার যে অগ্রগামীতা ছিল, তা কী স্থির হয়ে গেছে?
৯. তুমি কী গাফিলতি, অলসতা, অধিকাংশ সময় তোমার নিজেকে নিয়ে কিংবা এই দুনিয়া ও চাকুরি নিয়ে ব্যবসা বা এই জাতীয় কিছুর পিছে ছুটোছো?
১০. তুমি প্রত্যহ কিছু সময় কুরআন বুঝা ও চিন্তা গবেষণার কাজে ব্যয় কর, যা তোমার জন্য রহমত, হিদায়েত, এবং অন্তর রোগের মহা ঔষধ হবে।
১১. ওহে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সাবধান হও, তোমার মন যা চায় তা করো না, আল্লহ যা চান তাই করো।
১২. তোমার অবসর সময়কে যথাযথ কাজে লাগাও।
১৩. আল্লহকে ভয় কর, আল্লহকে ভয় কর তুমি আল্লহকে ভয় কর।
১৪. ওহে মুসলিম! তোমাকে আল্লহর সামনে দাড়াতেই হবে, তোমার হিসাব নেয়ার জন্য আল্লহই যথেষ্ট।

১৬. যিনি সব যানেন তুমি যা গোপন কর ও প্রকাশ কর।

১৬. তোমাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

১৭. যখন তুমি দুনিয়ার সব ছেড়ে চল যাবে, শুধু তুমি আখিরাতের জন্য যা গুছিয়েছ তা নিয়ে।

১৮. তুমি সাবধান হও তোমার শেষ আমলের ব্যাপারে, তুমি জানো না কখন তোমার শেষ মূহূর্ত।

১৯. তুমি কী প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য?

২০. তুমি কী প্রস্তুত কবরের সাওয়াল জবাবের জন্য?

২১. তুমি কী প্রস্তুত ভয়াবহ কিয়ামতের জন্য?

২২. হাশরের ময়দানের জন্য?

২৩. হিসাব নিকাশের জন্য?

২৪. আল্লহর কাছে জবাব দেয়ার জন্য?

২৫. মিয়ানের জন্য?

২৬. তুমি কী প্রস্তুত চুলের চাইতে সূক্ষ্ম তরবারির চাইতে ধারালো পুন্সিরাত কে পারি দেয়ার জন্য?

২৭. তুমি ভয়ংকর জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাজ করছো তো?

২৮. যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।

২৯. যার আগুন ভয়ংকর উত্তাপ সম্পন্ন কালো বর্নের যা কলিজা পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে।

৩০. এমন উত্তপ্ত পানি যা নাড়ি ভুড়িকে বের করে দিবে।

৩১. সেখানে রয়েছে খাবার হিসেবে জাক্কুম ও গলিত পুজ।

৩২. জাহান্নাম অসম্ভব গভীর ভয়াল জায়গা, সেখানে কার্ভার হৃদয় ফেরেস্তারা নিযুক্ত, যেখানে শাস্তির মাত্র বৃদ্ধির জন্য শরীরকে অনেক বড় করে দেয়া হবে।

৩৩. চামড়া গুলো জ্বল যাবে।

৩৪. বের হতে চাইবে কিন্তু বের হতে পারবে না। মৃত্যুকে ডাকাবে কিন্তু মৃত্যু আসবে না।

৩৫. ভয়ংকর শাস্তি যা অনন্তকাল ব্যাপী চলাতে থাকবে।

৩৬. তুমি অগ্রগামী হও! সেই চিরস্থায়ী জ্ঞানাতের দিকে, যেখানে রয়েছে চিরন্তন সুখ, যা মন চাইবে
তাই পাবে, যা আদেশ করবে তাই দেয়া হবে।

৩৭. জ্ঞান রাখো! দুনিয়া চাওয়া পাওয়া পূর্ণতার স্থান নয়, জ্ঞানাতই হচ্ছে এমন স্থান যা তোমার
সব আশা পূর্ণ করবে।

৩৮. সেখানে চির কিশোর সেবকগণ।

৩৯. চির যৌবনা সঙ্গীণীগণ।

৪০. ফলমূল, গোধিত, দুধের, মধুর, শরীরের নহর।

৪১. উত্তম বাসস্থান ও বিছানা।

৪২. চির আরাম।

৪৩. চির যৌবন।

৪৪. চির সুখ।

৪৫. অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে, তুমি মহান রবকে দেখাবে।

৪৬. শুধু তোমাকে এটা বলাই যথেষ্ট মনে করছি, সব চেয়ে কম মর্যাদার যে জ্ঞানাত লাভ করবে তা
হবে এই দুনিয়ার দশটির সমান।

৪৭. সূতরাং, হে মুসলিম! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, এই বার্তা তোমার কাছে পৌছার পর
আশা করি তা তোমার পরিবর্তন এবং সংশোধনের যথেষ্ট হবে।

১. হে মাহমুদ! সাবধান আপনার অনুসারীগণ যেন আপনাকে হাদিয়া নামে অর্থ ও সম্পদ দেয়া থেকে বিরত থাকে।
২. আপনার হাদিয়া আল্লাহর নিকটে নিশ্চয় তিনি উত্তম হাদিয়া দানকারী।
৩. তবে যারা আমার দ্বীনের জন্য আপনার নিকটে অর্থ ও সম্পদ জমা করে, তা তারা উত্তম রূপে ফেরত পাবে বিচার দিবসে।
৪. আর যখন আপনি খাদ্য সংকটে থাকেন তখন আপনি সেই জমা অর্থ ও সম্পদ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করুন।
৫. আর যখন দ্বীনি কর্মের জন্য নির্দিষ্ট কোন ঘরের প্রয়োজন থাকে তবে সেখানে অর্থ ব্যয়েও আপনি দোষ মুক্ত, যদি তা নিরাপদ স্থান হয়।
৬. এ শকুম যতক্ষণ আপনি জীবিকার জন্য কর্ম সন্ধান না পান।
৭. আর তাদেরকে বলুন, যারা শপথ গ্রহণ করেছে। তাদের সকল কর্ম সমান্বে আল্লাহ বেখবর নন।
৮. যা তারা রাতের অন্ধকারে ও দিনের আলাতে করে থাকে।
৯. যখন তারা রাতে গোনাহ করে ও পরে অনুতপ্ত হয়, অথচ তাদের উচিত তা আপনাকে অবগত করা, যেন দয়াময় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন।
১০. আর তাদের কেহ যখন ছলাত আদায় করে না এবং আপনাকে অবগতও করে না তাদের ব্যপারে আপনি দোষ মুক্ত।
১১. হে শপথ কারিগণ! তোমার আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নেতার আনুগত্য করো, নিশ্চয় সে তোমাদের কুফুরী থেকে আলোর পথ দেখাবেন।
১৩. আর তোমাদের জন্য উচিত নয়, মাহমুদের নিকটে থেকে না জেনে কোন ফতুয়া দেয়া।
১৪. কেন না তোমরা জানো না কোনটা সঠিক।
১৫. নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞানী।

১. বলুন, আল্‌লহ মহান, আল্‌লহ মহান। আল্‌লহ ব্যতীত কোন বিধান দাতা নেই।
২. আপনার প্রকাশ সন্নিহিতে, যারা আল্‌লহর প্রতি ভীকু তারা যেন আপনার সান্নিধ্যে আগমন করে।
৩. যারা আপেক্ষা করাছে কিছু আলামতের তারা যেন মুসলিম অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখে।
৪. যখন তারা প্রাচীর দের তোমাদের চারিদিকে তখন তোমাদের কেমন দূরবস্থা হবে?
৫. হে মাহমুদ! আপনি এ বার্তা পেয়ে চিন্তিত হবেন না। নিশ্চয়ই আপনার রব আপনার সাহায্যকারী।
৬. আপনি স্মরণ করুন, মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কথা, যিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী।
৭. কী অপরাধে তাকে কারাবন্ধী করেছিল আল্‌লহর দূশমনরা?
৮. হে মাহমুদ! আপনার রব আপনার পাশেই রয়েছে, তিনিই আপনার উত্তম সাহায্যকারী।
৯. নিশ্চয়ই আল্‌লহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।
১০. যারা আপনার নিকটে ইলহাম নিয়ে সন্নিহান তাদের বলুন, নিশ্চয় আল্‌লহর বাক্য একই, আর এই নির্দেশিকা দুইনের কোন বিধান না।
১১. নিশ্চয়ই এই ইলহাম আল্‌লহর কুরআন ও মুহাম্মাদের (ﷺ) বাণী থেকে অনেক কম মর্যাদা সম্পন্ন।
১২. মাহমুদের সাধ্য নেই কুরআনের ভাষাকে বিকৃত করে এবং সেরূপ সাহিত্য লেখে।
১৩. আর নিশ্চয় এ নির্দেশিকায় তোমরা কোন বক্রতা খুঁজে পাবে না।
১৪. হে মাহমুদ! যারা আপনার হাতে শপথ নেয় তারা তাদের কল্যাণের জন্যেই নেয়।
১৫. আর যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মূলত তাহাই ক্ষতিগ্রস্ত।
১৬. আপনার রব আপনাকে কিছু জনকে উপস্থিতের আহ্বানের নির্দেশ দিয়েছে, তাদেরকে আহ্বান করুন এবং আপনাকে শিখানো বাক্যগুলো তাদেরকে অবগত করুন।
১৭. নিশ্চয়ই আল্‌লহ তার মানোনীত ব্যক্তিদের জালিমের বন্ধীশালাতে রেখেও সাহায্য করেন।

১. হে শপথকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ বিচার দিবসের মালিক।
২. তিনি তা দেখেন তোমরা যা করো, আর তিনি তাও শোনেন তোমরা যা বলা। তোমাদের কোন
কিছুই তার কাছে গোপন নয়।
৩. যারা আল্লাহর শিখানো পথ থেকে অমানোযোগী হয়, তাদের দায়িত্ব আল্লাহর হাতেই।
৪. আর নিশ্চয় আল্লাহ অচিরেই তা বাস্তবায়ন করবেন।
৫. আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত ভুল থেকে মুক্ত।
৬. নিশ্চয় আল্লাহ যা জানেন তা থেকে তোমরা জ্ঞানহীন।
৭. হে মাহমুদ! আল্লাহর ডাক খুব শিঘ্রই তোমার সামান উপস্থিত হবে, তুমি প্রস্তুত নাও আল্লাহর
দ্বীনের সাহায্যকারীদের নিয়ে।
৮. আর তোমার বন্ধুকে রাখ তোমার থেকে ভিন্ন স্থানে।
৯. এটাই আল্লাহর প্রস্তুত থেকে তাদের জন্য সাহায্য, যদি সে উপলব্ধী করতে পারে।
১০. হে যুবকগণ! কী হয়েছে তোমাদের? তোমরা কী সাধারণ এক মূর্তির আরাধনা করবে?
১১. তোমরা কী বেখেয়াল হয়েছে তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের কর্ম সম্পর্কে? যে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে
চূর্ণ্য বিচূর্ণ্য করে ছিলো।
১২. যেটাকে জ্ঞানহীনরা অধিক সম্মান করত। অথচ তা ছিল অক্ষম একটি মূর্তি মাত্র।
১৩. স্মরণ করো তোমাদের মুক্তির মহা মানব মূহাম্মাদ (ﷺ) এর কথা, যে কাবা তে প্রবেশ করে
সর্বপ্রথম মূর্তি ভেঙ্গে ছিলো আর মক্কা কে ঘোষণা দিয়েছিল পবিত্র স্থান।
১৪. কী ভাবে তোমরা ইবাদত করছো, দৃষ্টিতে কী পড়ছে না? কে ভাঙবে তেমন আল্লাহর
অংশীদারি মূর্তি।
১৫. অথচ তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।

১৬. যখন মানুষের মধ্য থেকে কেহ বলে, আল্লাহ কেন জ্ঞানীদের মাধ্যমে থেকে মানোনীত করলো না? যখন অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভূমিতে আছে?

১৭. তাদেরকে বলা! তোমরা কী ভাবে দেখাছো, আল্লাহ যদি এমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে মানোনীত করতেন যে তোমাদের পছন্দের নয়।

১৮. অথবা সে তোমাদের থেকে ভিন্ন দলের দলপ্রধান হতো, তবে কী তোমরা তা সহজেই মেনে নিতে?

১৯. না। কক্ষণই না, বরং তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত হতে।

২০. আর আল্লাহ এমন কাউকে মানোনীত করেছেন, যে কোন দলের দলপ্রধান নয়, আর না তাকে কোন দল যোগ্য মনে করে!

২১. সুতরাং আল্লাহ চান তোমরা তার নিকট একত্রিত হও এবং শপথ নাও দ্বীন ইসলাম বিজয়ের, যেন তোমাদের মাঝে কোন মতবিরোধ না থাকে।

২২. এর পরেও যারা সত্যকে মিথ্যা বলাবে নিশ্চয় তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

২৩. আর যারা বলে, মাহমুদ প্রকাশ দিক, সে সত্য হল আমরা তার পাশে থাকবো দ্বীনের জন্য লড়াই করবো।

২৪. তোমরা কী জ্ঞানহীন হয়েছো? না কী অন্য কিছু প্রতি অন্ধ হয়েছো?

২৫. তোমরা কী দেখাছো কখনো কোনো যালেম শাসক, আল্লাহর মানোনীত ব্যক্তিদের প্রথমেই সত্য বলে মনে নেয়? না কী তারা, আমার মানোনীত ব্যক্তিদের কাফের ও মিথ্যাবাদী বলে পরিচয় করে দেয়?

২৬. এ সকল জালিমরাও এরূপ করবে, মাহমুদকে সন্ত্রাস আর মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিবে।

২৭. তখন তোমরা কী ভাবে বুঝবে মাহমুদ সত্য?

২৮. না কক্ষণোই না, আমি আবারো বলছি, কক্ষণোই না, তোমরা তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে না। কেন না, শয়তান তোমাদের মনে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিতে খুবই তৎপর।

২৯. যখন তোমাদের মাঝে সত্য এসেছে তখন তোমরা তা গ্রহণ করো, অবশ্যই তা তোমাদের

জানাই কল্যাণকর।

৩০. নিশ্চয়, যারা জানী তরাই কেবল সত্যটাকে উপলব্ধী করতে পারে এবং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।

৩১. আর যারা জ্ঞানহীন তরাই নিজেকে জ্ঞানবান ভাবে এবং সত্য থেকে মুখ ফিরায়।

৩২. অবশ্যই তাদের অপেক্ষা করাই উচিৎ বিচার দিবস পর্যন্ত।

৩৩. আর আল্লহ হিসাব গ্রহণ খুবই কঠিন।

১. হে মাহমুদ! আপনি আপনার রাবর। বার্তা শ্রবণ করুন, যখন আপনি ছলাত আদায় করবেন তখন তা যথা সময়ে আদায় করুন, যদি দুইনি কর্ম সম্পাদনে কিছু সময় বিলম্ব হয় তবে তাতে আপনি দোষ মুক্ত।
২. আর অবশ্যই যেন তা অধিক বিলম্ব না হয়, কেন না যথা সময়ে আদায়কৃত ছলাতই আল্লহর নিকটে অতি প্রছন্দর।
৩. আর যারা শপথ গ্রহণ করে অথচ ছলাত আদায়ে গাফেল, তাদের শপথ অতি দুর্বল যা দ্বারা তারা আল্লহর সন্তুষ্টি অর্জনে অক্ষম, তাদের জন্য তাওবাহই শ্রেয়।
৪. বলুন, তাদের জন্য দুর্ভাগ্য যারা আপনার নিকটে আনুগত্যের শপথ নেয় অথচ আপনার প্রক্ষ থেকে জানানো হাদিছের সমাধান পেয়ে সন্তুষ্ট নয়।
৫. অবশ্যই তাদের ব্যপারে আপনি বিচার দিবসে ডিজাসিত নয়। তাদের সিদ্ধান্ত বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লহর হাতে।
৬. আর যারা শপথ গ্রহণের কথা বলে অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আপনি ও আপনার অনুসারীগণ ভ্রান্ত পথেই ছেড়ে দিন।
৭. নিশ্চয় তারা গোমরাহী ও পথ ভ্রষ্ট। আল্লহ গোমরাহীদের হেদায়েতের পথ দেখান না।
৮. নিশ্চয় এটা তাদেরই কর্ম ফল, আর আল্লহ কারো প্রতিই অবিচার করেন না।